R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অল্প-খরচে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

পঞ্চায়েত সদস্যদেরই অভিযোগ সরকারী অর্থ তছরূপ হয়েছে

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনা মিঞার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সদস্যরা অভিযোগ জানান যে তিনি বন্যার সময় উদ্ধার কার্য্যে নৌকা ব্যবহারের মিথ্যা বিল দিয়ে সরকারী অর্থ তছরূপের অপচেষ্টা করেছেন। মহকুমা শাসকের কাছে এ অভিযোগ করা হলে তিনি প্রমাণ দাখিল করতে বলেন। সদস্যরা এ ব্যাপারে তৎপর হলে ঐ বিলে প্রাপকের ১৭ জন ভূয়া বলে প্রতিপন্ন হয় এবং সেই সব প্রাপক নৌকার মাঝিরা বি-ডি-ওর নিকট উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জানায় যে তারা বন্যায় কোন কাজ করেনি এবং বিলে কোন সহিও দেয়নি। এতদসত্ত্বেও জানা যায় সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঐ বিলে উক্ত মাঝিদের নামে খরচ দেখিয়ে বিল জমা দেন। বন্যার উদ্ধারকার্য্যে ১৭,৭০০ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। মাঝিদের অভিযোগ এই টাকা তাদের নামে দেখানো হলেও তারা কোন টাকা পায়ান বা টাকার দাবী করেনি। পঞ্চায়েতগুলিতে প্রায়ই এইভাবে সরকারী টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে বলে খবর। আমাদের পত্রিকাতেই লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিবিধ কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়। পরে একটি দৈনিকেও এ খবর প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু তারপর সবই চুপচাপ। কিছু হয়েছে বলেও জানা যায়নি। সেকেন্দ্রার প্রধান বন সৃজনের ১০,০০০ টাকার পুরোটাই বন্যাত্রাণে খরচ দেখিয়েছেন বলে খবর। এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ সম্পূর্ণ বে-আইনী হলেও তা প্রায়শই করা হচ্ছে। ডি, এমের কাছে অভিযোগ গেলে তিনিও রেডিওগ্রামে বন সৃজনের টাকা অন্য খাতে খরচ না করার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু সেকেন্দ্রার অঞ্চল প্রধান সে নির্দেশের কোন গুরুত্ব দেননি। সদস্যদের অভিযোগের উত্তরে প্রমাণ চাওয়া হলে সদস্যরা ৪ ডিসেম্বর ই, আর, ও, সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যয়িত বিলের কপি ও মাঝিদের লিখিত বিবৃতিসহ এক প্রতিবাদলিপি মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেন।

জেলা বাস মালিকরা লাগাতার ধর্ম্মঘটের পথে

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতি এক ইস্তাহারে জানিয়েছেন বীরভূমের বাস মালিকদের খেয়াল-খুশি মতো বাস চলাচল ও বীরভূম আর, টি, এর এ ব্যাপারে অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে তাঁরা লাগাতার বাস ধর্ম্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, বীরভূমের বাসগুলি সঠিক সময়সূচী ও ঠিক ঠিক রুট ধরে চলাচল করে না। বহুবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার না হওয়ায় তাঁরা স্থানীয় ষ্ট্যাণ্ড বুকিং থেকে ঐ সব বাসকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে কয়েকটি নির্দিষ্ট বাসের নামও উল্লেখ করেছেন। বাসগুলি হলো ডাব্লু জি ডি—১৪৭৯ (জনতা) রুট মুরারই-মালদা, ডাব্লু এম এইচ—৩৫২৮ (মা বাসন্তি) মুরারই—বহরমপুর, ডাব্লু জি ডি—১৯২৬ (রাণী) হরিশপুর—ফরাক্কা, ডাব্লু জি ডি—২০৩৭ (নূতন পরিবহণ) সিউড়ী—মিত্রপুর—মালদা, ডাব্লু জি ডি—১৮৫৫ (এপার ওপার) সিউড়ী—শিলিগুড়ি, ডাব্লু জি কিউ—১৬৭৩ (ইনটিমেট) মিত্রপুর—মালদা। এই সব বাস (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজারে ভোজ্য তেল এখনও দুর্মূল্য

রঘুনাথগঞ্জ : সরকারের সব প্রতিরোধ বানচাল করে ভোজ্য তেলের দর ৩০ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। যদিও স্থানীয় সরবরাহ দপ্তরের অধিকর্তা জানান সরষের তেল ২৭/২৮ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, এবার রেপসিড তেলের সরবরাহ আশানুকূল বলে মনে হচ্ছে। ফলে চলতি সপ্তাহে রেশনে পুর এলাকায় মাথা পিছু ৬০ গ্রাম এবং গ্রামে ৫০ গ্রাম রেপসিড দেওয়া যাবে। রেপসিডের সরবরাহ অব্যাহত থাকলে সরষের তেলের দাম নেমে যেতে বাধ্য বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁকে জানান হয়—নভেম্বরের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকরা চিন্তিত

জঙ্গিপুর : লবণচোরা, ভৈরবটোলা, সেকেন্দরা, ফতুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক ছাত্রী স্কুল কলেজে পড়তে আসে। এদের যাতায়াতের পথের ধারে ভাগীরথীর তীরে সর ক লাইসেন্সপ্রাপ্ত তাড়ির দোকান। স্বভাবতই দোকানকে কেন্দ্র করে মাতাল আর জুয়ারীদের আড্ডা বসে দিনের বেলাতেই। দু'দিকে ফসলের জমি। এর মাঝ দিয়েই আসা যাওয়া করতে হয় ছাত্রীদের। কিছুদিন ধরে ছাত্রীদের লক্ষ্য করে কিছু মস্তান যুবক টিটকারী দেয়, অশ্লীল কথাবার্তা বলে। পুলিশ বা প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি বলে অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য স্থানটি মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের অফিস ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে অগ্রহায়ণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

উপেক্ষা কেন ?

মুর্শিদাবাদ জেলার চারিটি মহকুমার মধ্যে সদরকে বাদ দিলে থাকে লালবাগ, কান্দী ও জঙ্গিপুর মহকুমা, এই তিনটি মহকুমার মধ্যে জঙ্গিপুর এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান-অরঙ্গাবাদ অঞ্চলের বিড়ি শিল্প, মির্জাপুরের রেশম শিল্প, গোপালনগরের কম্বল শিল্প যোগ্যতার বিচারে নিজের পথ চিহ্নিত করিয়াছে। অতীতের জ্ঞানীগুণী বিপ্লবীর পীঠভূমি এই জঙ্গিপুর। ইহা ছাড়াও যে লোকসংস্কৃতি গ্রামবাংলার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে এবং গ্রামীণ চিত্রকে ভাস্বর করিয়া রাখে, তাহারও অভাব এই মহকুমায় নাই।

লোকসংস্কৃতির ব্যাপক চর্চায় গ্রামীণ জীবনের এক আন্তর সম্পদের সন্ধান মিলে এবং অনুশীলন ও গবেষণার দ্বারা তাহা পুষ্ট হয়। তাই এই রাজ্যের সরকার লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের পর্যায়ভেদে পুরস্কৃত তথা আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গ্রাম্য সংস্কৃতিকে তুলিয়া ধরা যে কোনও সরকারের একটি অবশ্য কর্তব্য। লোকশিল্পীদের অধিকাংশই দৈন্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। ইঁহারা অর্থের অভাবে সংস্কৃতি-চর্চার কাজে নিজদিগকে সম্যক নিয়োজিত করিতে পারেন না। তাই সরকার হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

অতীতে দেখা গিয়াছে এবং খুব সম্প্রতি দেখা গেল, লোকশিল্পীদের সরকারী সাহায্য প্রদানের ব্যাপারটিতে জঙ্গিপুরের লোকশিল্পীরা উপেক্ষিত হইয়াছেন। অথচ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্তব্যই হইতেছে গুণী শিল্পীদের সন্ধান করিয়া অর্থ সাহায্যদানের বিষয়টি সম্পন্ন করা। এই দপ্তর নিশ্চয়ই লোকসংস্কৃতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল এমন কিছু ব্যক্তিদের পরামর্শ লইয়া থাকেন। প্রশ্ন আমাদের এইখানেই। জঙ্গিপুর মহকুমার কোন প্রতিনিধি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেলা লোক-উৎসবে আমন্ত্রিত হইলেন না কেন? কান্দী মহকুমার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজ প্রভাব খাটাইয়া তত্রত্য শিল্পীদের স্থান পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহকুমার কি কোন ব্যক্তিরই সন্ধান পাওয়া গেল না যিনি লোকসংস্কৃতির চর্চার সহিত যুক্ত থাকিলেও উৎসবে আমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী। এবং মহকুমার বিভিন্ন পর্যায়ের লোকশিল্পী সরকারী সাহায্য পাইবার যোগ্য? তাহা হইলে এই যে ঘটাপটা করিয়া জেলা লোক-উৎসব হইল, যাহাতে সরকার সংশ্লিষ্ট, তাহা কি একদেশদর্শিতায় পূর্ণ নহে? জঙ্গিপুরের লোকশিল্পীরা হা-হুতাশ করিতে থাকিলে মূল্যবান এই দিকটির উপেক্ষায় সংস্কৃতি দপ্তরের কী মুখোজ্জ্বল হইবে?

জঙ্গিপুর মহকুমায় লোকশিল্পী আছেন কিনা, তাঁহাদের অবদান সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবেচনার যোগ্য কিনা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে তথা সরকারকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই উপেক্ষা ও অবহেলা সমর্থনযোগ্য নহে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির তৎপরতা প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে (২৫শে নভেম্বর, ১৯৮৭) আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির তৎপরতা' শিরোনামায় সংবাদটি সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। কেন না আমি এবং ব্লকের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কোন বিশেষ সংগঠনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারীমূলক কথার উল্লেখ করি নাই। শহরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য, কয়েক দিন পূর্বে পৌরসভার ১৫নং ওয়ার্ডে বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ও অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য হিসাবে এলেকার জনমানসে আতঙ্কজনিত পরিস্থিতি লক্ষ্য করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। গত বৎসর এই এলাকায় একটি ৺কালী পূজার প্যাণ্ডেলে 'শর্ট-সার্কিট' জনিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটি 'টেনশন' সৃষ্টি হয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতি পুনরায় যাতে না ঘটে সেই হেতু আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং এই বৎসর উক্ত কালীপূজা সুষ্ঠুভাবে হয় বা প্রতিমা নিরঞ্জন সুষ্ঠভাবে হয় তার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাত্র। আমরা আমাদের কংগ্রেস দলের তরফ হইতে স্থানীয় প্রশাসনকে কোন ডেপুটেশন দিই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ব্যাপারটিকে অতিরঞ্জিত করে সংবাদ আকারে প্রকাশিত করে আমার ও আমার সংগঠনের মর্যাদা হানি করা হয়েছে বলে আমরা মনে করিতেছি। আশা করি আমার এই প্রতিবেদন পুনরায় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত করিবেন।

তাং ১-১২-৮৭ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল
রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি
সভাপতি

[কংগ্রেস সভাপতির প্রতিবাদপত্রে তাঁরা যে প্রশাসনের কাছে গিয়েছিলেন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবী করেছিলেন তা স্বীকৃত হয়েছে। এবং আশাপূর্ণা কালীপুজাকে কেন্দ্র করে যে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে সে কথাও তিনি পত্রে স্বীকার করেছেন। এই কথাবার্তাকে ডেপুটেশন আখ্যা দিলে খুব একটা বড় ত্রুটি বলা চলে কি? আমাদের সংবাদ পরিবেশনা যে সত্য ঘটনার উপর নির্ভর করে হয়েছে তা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। আমাদের সংবাদদাতাকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য ব্যক্তিগতভাবে জানান, 'তাঁকে ডেকে থানা প্রশাসন বলেন তাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছেন বলে কংগ্রেসের কয়েকজন সভ্য অভিযোগ করেছেন। তাঁরা যেন এ বিষয়ে সংযম অবলম্বন করেন এবং প্রশাসনকে অযথা হস্তক্ষেপ করতে না হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হন'।]

—সম্পাদক

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা

সনৎ ব্যানার্জী

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির অর্থ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধের মনোভাব। ভারতবর্ষে বহু জাতি বহু গোষ্ঠী বসবাস করে। আবহমানকাল থেকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বার বার বিরোধ দেখা দিয়েছে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তার ভুরি ভুরি প্রমাণও রয়েছে। রামায়ণ তো আর্য্য অনার্য্যের বিরোধের ইতিহাস বলেই মনে হয়। অনার্য্যদের মধ্যে দুর্বল শ্রেণীগুলি আর্য্যদের প্রতিপত্তি স্বীকার করে নিলেও, রাক্ষস সম্প্রদায় তা মেনে নিতে না পারায় রামের সঙ্গে রাবণের বিরোধ বাধে। শেষ পর্য্যন্ত লঙ্কা যুদ্ধে রাবণ সপরিবারে নিহত হলে এই বিরোধের নিবৃত্তি ঘটে। মহাভারত কুরুবংশীয় কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডুবংশীয় পাণ্ডবদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষের এই সম্প্রদায়গত লড়াই ও বিরোধ বিদেশী মুসলমানদের এদেশ দখল করার পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে ও এদেশীয় সম্প্রদায়গুলি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনে (৩য় পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বাঁধা পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। ইসলামের মধ্যে বর্ণ বিভেদের কড়াকড়ি কম থাকায় হিন্দু নিম্নশ্রেণীকে তা সহজেই আকৃষ্ট করে ও তারা বিপুল পরিমাণে ধর্ম্মান্তরিত হয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। মুসলিম রাজকীয় শক্তিও অত্রস্থ হিন্দু সম্প্রদায়কে দুর্বল করে রাখতে ধর্ম্মান্তরকরণে উৎসাহ দিতে থাকেন। ফলে হিন্দুদের মনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ধূমায়িত থেকেই যায়। তার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটে চলে এবং আজও চলছে। শিখ বৌদ্ধ আদি অন্যান্য সম্প্রদায় পাহাড়ী অনুন্নত শ্রেণী কোল, ভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় মুসলিমদের ধর্ম্মান্তকরণের শিকার হওয়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দুদের সাথে জোট বাঁধে। স্বাধীনোত্তর যুগে তারা আশা করেছিল বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে একই আসনে তারাও বসতে পারবে ও সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। হয়তো তাই। বর্ণ হিন্দুরা স্ব-স্বার্থেই নিম্নশ্রেণী বা আদিবাসীদের একদিন আপন করে নিতেন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান রক্ষাকবচের নামে সিডিউল্ড কাষ্ট ও ট্রাইবসদের জন্য চাকরী, লেখাপড়া সমস্ত ক্ষেত্রেই আসন সংরক্ষণ করা ও বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া ঘোষণা করে সেই সদ্ভিচ্ছায় বাদ সাধলেন। বর্ণ হিন্দুদের ও নিম্নশ্রেণীর মনে তারা যে পৃথক গোষ্ঠী এই চিন্তাধারা প্রোথিত করে দিতে সাহায্য করল। ক্রীশ্চান সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনকালে রাজার ধর্ম্ম আচরণকারী হিসাবে বিশেষ বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল। স্বাধীনতার পর তাদের সেই অধিকার খর্ব হওয়ায় তারাও সম্প্রদায়গতভাবে ক্ষুণ্ণ হলো। শিখরা দেখলো তারাও কোন বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে না। মনোমালিন্যের বিষ প্রতিটি সম্প্রদায়ের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুললো। এই অবস্থা দূরীকরণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাতির ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রচারে নামলেও তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে হিংসা-দ্বেষ দূর করতে চেষ্টিত হলেন না। রাজনৈতিক দলাদলি চরম অবস্থায় উঠে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টি করলো। সকলেই আপন আপন দলীয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। দলে দলে বিরোধ, হানাহানি, নিজ দলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন পন্থাবলম্বন, অপর দলকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা—এই সব নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ালো। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে দলবৃদ্ধির প্রয়োজনে তাঁরা কখনও সাম্প্রদায়িক বেষারেষির বিরুদ্ধাচরণ, কখনও বা পরোক্ষ সমর্থন যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন মনোভাব গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলশ্রুতি আজ সারা দেশে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার সাথে সাথে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধীতার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ এদেশের মাটিতে পাকাপাকিভাবে শিকড় গাড়তে চলেছে। তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার তুলনায় রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে দেশের অখণ্ডতা বিঘ্নিত করে চলেছে সবচেয়ে বেশী। নেতারা এ কথা যদি না বোঝেন তবে তাঁদের অনাচারের ফলেই ধর্মীয় বা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অবস্থা আরও সঙ্গিন করে তুলবে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার-কলকাতা সাইকেল মিছিল

ধুলিয়ান : গত ২৮ নভেম্বর সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক-শাখার পরিচালনায় প্রায় চার শত লোকের এক সাইকেল মিছিল কোচবিহার থেকে কলকাতা যাবার পথে ধুলিয়ানে উপস্থিত হয়। ঐ মিছিলের সঙ্গে স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের ৫০টি রিক্সা ও ৭৫টি ঘোড়াসহ এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে পটলবাবুর ময়দানে ঐ দলের আহূত জনসভায় যোগ দেয়। জনসভা পরিচালনা করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জঙ্গিপুর কমিটির সহকারী সম্পাদক সুজিৎ মুন্সী। ধুলিয়ান কমিটির সম্পাদক ইউসুফ হোসেন তাঁর ভাষণে বর্তমানে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে বলে উল্লেখ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদিকা প্রাক্তন বিধায়ক ছায়া ঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই সব দুর্নীতিরোধে ফরওয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় ভূমিকা তুলে ধরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। জনসভায় অপর বক্তা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটিস্পিকার কলিমুদ্দিন সামস্ কংগ্রেস (ই) এর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বোফর্স কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ দাবী করেন। জনসভায় প্রায় ২০,০০০ লোকের জমায়েত ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এত বড় জনসমাবেশ এর পূর্বে এতদঅঞ্চলে হয়নি।

Abridged tender notice No. 2 of 1987-88 in respect of Ganga Anti-Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Sealed tender are invited in WFB no. 291(ii) from the enlisted Class-I & II contractors of I & W. Deptt. enlisted Class-III contractors of C. I. C. as applicable & bonafide outside contractors for the under-mentioned flood-damage repair works on the rt. bank of river Ganga in the dist. of Murshidabad by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

The names of the works, estimated costs & earnest moneys are :—

1. F. D. R. to bank protn. work at u/s of spur no. 83 at Dhulian reach : Rs 86,851/- Rs. 1,737/-
2. F. D. R, to bank protn, work at down-stream of spur no N2 at Dhulian reach : Rs. 1,43,565/- Rs. 2,871/-
3. F. D. R. to bank protn, work in between spur nos. N2 & N3 at Dhulian reach : Rs. 3,05,253/- Rs. 6,105/-
4. F. D. R. to spur nos. 14, 15 & 16 at Dhulian reach : Rs 81,490/- Rs. 1,630/-
5. F. D. R to bank protn, work in between spur nos. 17 & 18 at Dhulian reach : Rs. 2,44,531/- Rs. 4,891/-
6. F. D, R. to revetmene work at d/s of spur no. N4 at Dhulian reach : Rs. 3,41,937/- Rs. 6,839/-
7. F. D. R. to spur no. N1 at Durgapur reach : Rs. 66,035/- Rs. 1,321/-
8. F. D. R. to spur no. N2 & revetment at u/s of N2 at Durgapur reach : Rs. 3,20,082/- Rs. 6,402/-
9. F. D. R. to spur no. 3 at Durgapur reach : Rs. 1,43,110/- Rs. 2,862/-
10. F. D. R. to spur no. 1 at Durgapur reach : Rs. 1,58,219/- Rs. 3,164/-
11. F. D. R. to bank protn, works at Merupur under Aurangabad reach : Rs. 3,98,673/- Rs. 7,973/-
12. F. D. R. to spur no. 1 to 15 at Aurangabad reach : Rs. 1,84,604/- Rs. 3,692/-

Details regarding time allowed, tender documents & other particulars may be had from the above office upto 4-00 p. m. in any working days.

Last date of application for purchasing tender form is 18-12-87 upto 1-00 p. m.

Last date of receipt of tender is 28-12-87 upto 3-00 p m.

EXECUTIVE ENGINEER,
Ganga Anti Erosion Division

অফিসের জন্য

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা তথ্য অফিসটি খুব শীঘ্র শহরের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানা যায়। উক্ত অফিসের প্রয়োজনে শহরের মধ্যে রাস্তার ধারে পাঁচ-ছয় কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীর প্রয়োজন। তথ্য আধিকারিক উপযুক্ত বাড়ীর মালিক-কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাঁর অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ধর্মঘটের পথে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজস্ব রুট পয়েন্টে চলাচল না করে রঘুনাথগঞ্জ থেকে চলাচল করছে। ফলে মুরারই রুটের রঘুনাথগঞ্জ মুরারই প্রভৃতি এ জেলার বাসগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বীরভূম পরিবহন বিভাগ আবার খেয়ালখুশি মত রঘুনাথগঞ্জ থেকে মুরারই যাবার ব্যাপারে যে সময় সীমা ধার্য্য করেছেন তাও অবাস্তব। কোনটির ক্ষেত্রে ২০ মিঃ কোনটির ক্ষেত্রে ৩০ মিঃ আবার কারোও ক্ষেত্রে ১ ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটও করে-ছেন। ২০/৩০ মিনিটে কোন বাসের ক্ষেত্রেই রঘুনাথগঞ্জ থেকে মুরারই যাওয়া বা আসা সম্ভব নয়। এদিকে ওই গাড়ীগুলির ষ্ট্যাণ্ড বুকিং বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁরা বেআইনী ভাবে নিজে-দের পৃথক ষ্ট্যাণ্ড বুকিং অফিস খুলতে চেষ্টা করছেন। এইসব আচরণের প্রতিবাদেই মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতি গত ২৫ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ আর টি এ, এস ডি ও জঙ্গিপুর ও জেলা শাসককে এই অন্যায়ের প্রতিকারে হস্তক্ষেপের দাবী জানান। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় তাঁরা চরম ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তেল এখনও দুর্মূল্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম সপ্তাহে রেপসিড দেওয়ার পর রেশনে তিন সপ্তাহ কোন তেল দেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে তাঁর এ আশার উপর জনসাধারণ বিশ্বাস রাখবেন কী করে? উত্তরে অধিকর্ত্তা বলেন—মালদা সরকারী গুদামে মজুত কম থাকায় এই অবস্থা হয়। তথাপি কিছু কিছু তেল এনে রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লক, সুতী ১ ও ২নং ব্লক ও সাগর-দীঘির অর্দ্ধেক এলাকায় গত সপ্তাহে রেপসিড দেওয়া হয়। গত সপ্তাহে আমাদের ইনডেণ্ট ছিল ২৭৫ কুইন্টালের। কিন্তু সরবরাহ আসে ২২৫ কুইন্টাল। বেশ কিছু এলাকায় রেপসিড দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন—চলতি সপ্তাহের জন্য ৬০০ কুইন্টাল চাওয়া হয়েছে। মালদা গুদাম থেকে রেডিওগ্রামে জানান হয়েছে রেপসিড সেখানে এখন প্রয়ো-জনের চেয়ে বেশী মজুত রয়েছে। সেই কারণে আশা করছি সম্পূর্ণ ইনডেণ্ট সরবরাহ পাওয়া যাবে। এবং মহকুমার সর্বত্র রেপসিড দেওয়া সম্ভবও হবে।

এফিডেবিট

আমি সামশুল হক পিতা মৃত হাজী সাইফুদ্দিন সাং হিজলতলা পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ ৩০-১১-৮৭ তাং জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল মেজিষ্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট করে এস এইচ বিশ্বাস ওরফে সামশুল হক বিশ্বাস নামে পরিচিত হইলাম।

অভিভাবকরা চিন্তিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোয়ার্টার থেকে এক মাইলের মধ্যে নদীর অপর পারে। থানার দূরত্বও খুব কম। তবু মাস্তানরা এসব পরোয়া করে না। তারা জানে গোপন বন্দোবস্তে তারা নিরাপদ। দু,এক-দিন আগে লবণচোয়া গ্রামের এক ছাত্রী কে বাড়ী ফেরার পথে একলা পেয়ে জনৈক চাই যুবক টেনে ফসলের জমিতে নিয়ে যায় ও তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ছাত্রীটির চিৎকারে আশ-পাশের লোকজন এসে পড়ায় মস্তান যুবকটি পালিয়ে যায়। কিন্তু এ ঘটনার পরও ওই স্থানে নিয়মিত জুয়ার আড্ডা বসছে। প্রশাসন আছে কিনা বোঝা যায় না। প্রশাসনের এই ক্লীব মনোভাবে ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অভিভাবকরা কিভাবে কোথায় আবেদন জানালে এর প্রতি-কার হতে পারে ভেবে পাচ্ছেন না। কিছু অভিভাবকদের মন্তব্য—এ রাজত্বে মাস্তানরাই প্রধান। পুলিশ বা প্রশাসন গৌণ মাত্র। তাই একমাত্র ভগবানই ভরসা।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন

বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতিগত ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ॥ স্থাপিত ১৯৭৭

১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্ত্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে তিন হতে ছয় বছরের শিশুদের ভর্ত্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হতে ফাইভে ভর্ত্তি হতে হলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল
গ্রাম জোতকমল, পোঃ জঙ্গিপুর

২। ম্যাকেজী পার্ক ফ্রি: প্রাঃ স্কুল
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ

সময় : সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

১-১২-৮৭ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।